13-8-54

চারুচিত্রকলার

সতী বেহুলা

চারু চিত্রকলার প্রথম নিবেদন

সতী বেহুলা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা : অনিল বাগচী

প্রযোজনা : রামনিকলাল চুনীলাল সাহ

কাহিনী-সংগঠন	গৌর চট্টোপাধ্যায়	নৃত্য-পরিচালনা	নমিতা সেনগুপ্তা
সঙ্গীত রচনা	প্রণব রায়	সম্পাদনা	রমেশ যোশী
আলোকচিত্র	সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়	রূপসজ্জা	শৈলেন গাঙ্গুলী
শব্দগ্রহণ	জে, ডি, ইরাণী	ষ্টুডিও ম্যানেজার	প্রমোদ সরকার
শিল্প-নির্দ্দেশনা	সুনীল সরকার	ব্যবস্থাপনা	হরিহর মণ্ডল
রসায়নাগার	ধীরেন দাশগুপ্ত	যন্ত্রসঙ্গীত	সুর ও শ্রী

পার্শ্ব-সঙ্গীত : ভারতী বসু, বাণী ঘোষাল, আরতি ঘোষ, শ্যামল মিত্র, গোকুল মুখার্জ্জি।

* সহকারীগণ *

পরিচালনা : স্বদেশ সরকার, কেষ্ট চ্যাটার্জ্জি। আলোকচিত্র : ননী দাস, বিনয় রায়। শব্দগ্রহণ : সন্তু বোস। শিল্প-নির্দ্দেশনা : প্রীতি ঘোষ। রসায়ন : ননী চ্যাটার্জ্জি, রবি সান্যাল। সম্পাদনা : গোবিন্দ চ্যাটার্জ্জি, ডি সিং। রূপসজ্জা : নিতাই সরকার, নৃপেন চ্যাটার্জ্জি, অনাথ মুখার্জ্জি। বেশভূষা : শের আলি, কেদার। আলোক সম্পাত : হেমন্ত দাস, দেবেন দাশ, ধ্রুব রায়, বিনয় ঘোষ। সেট-সংগঠন : গোলাম রহমন। চারুশিল্প : জিতেন পাল, হরেন দাস। ব্যবস্থাপনা : পরেশ।

* ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে 'রীভস্' ও 'আর-সি-এ' শব্দযন্ত্রে গৃহীত *

* রূপায়ণে *

ছবি বিশ্বাস, গৌরীশঙ্কর, দিলীপ রায়, নির্ম্মল রায়, বীরেশ্বর মুখার্জ্জি, ঋষি ব্যানার্জ্জি, বলীন সোম, স্বদেশ সরকার, কেষ্ট চ্যাটার্জ্জি পাপু মুখার্জ্জি, কুমার, অনিল, স্বপন, মধুসূদন, অশোক।

পদ্মা দেবী, নমিতা সেনগুপ্তা, মুক্তি সেনগুপ্তা, করবী গুপ্তা, রাজলক্ষী (এন, টি), শ্যামলী চক্রবর্ত্তী, রত্না বাগচী, বেবী জুবেদা, নমিতা, সুজাতা, ভারতী, ছন্দা, নীরা, বুলবুল গাঙ্গুলী।

পরিবেশনা : রামনিকলাল চুণিলাল এণ্ড কোং

কাহিনী

ভারতের মহাকাব্য, পুরাণ, উপকথা প্রভৃতিতে সতী নারীর অলৌকিক মাহাত্ম্যকীর্ত্তিত হ'য়ে এসেছে এবং এই সব সতী নারীর জীবনবেদ প্রতিটি ভারতীয় নারীকে সংসার-জীবনে স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে চির-কাল সাহায্য করে এসেছে। মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য সতী বেহুলার ও সুমহান্ আত্মত্যাগ সমগ্র বিশ্বলোকে অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি-গাথা হ'য়ে আছে।

শিবভক্ত চাঁদ সদাগরের পূজা ব্যতীত নাগ-দেবী মনসার পূজা পৃথি-বীতে প্রতিষ্ঠিত হবে না; তাই মনসা চাঁদকে দিয়ে তাঁর পূজা করানোর সাধ্য-মত চেষ্টা ক'রেও বিফল হলেন। চাঁদ সদাগর অঙ্গহীনা দেবীর পূজা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ব'লে পূজা করতে অস্বীকৃত হলেন। তাই সখী দেবী নেতার পরামর্শে মনসা চাঁদের শিবদত্ত মহাজ্ঞান হরণ ক'রে ছয় পুত্রকে সর্পবিষে হত্যা করলেন। তবু চাঁদ অটল।

চাঁদ আবার বাণিজ্যে গেলেন। ছয় বছর পরে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে যখন সপ্তডিঙায় ক'রে তিনি ফিরছেন, তখন মনসার ইচ্ছায় চাঁদের নৌকাডুবি হ'ল। নানা দুঃখ-কষ্ট, ঝড়-ঝঞ্ঝার ভেতর দিয়ে চোদ্দ বছর পরে পাগলের মত তিনি স্বগৃহে উপস্থিত হলেন! এই বেশে

তাঁকে কেউ চিনতে পারলো না। নানা অপমানের পর তিনি আত্ম-পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন।

চাঁদের একমাত্র জীবিত পুত্র লক্ষীন্দরের বাসর রাত্রে সর্পাঘাতে মৃত্যু লিখনে লেখা থাকা সত্ত্বেও সকলের অনুনয় অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে তিনি সায় রাজার কন্যা বেহুলার সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন এবং একটি নিশ্ছিদ্র লোহার বাসর-ঘর তৈরি করলেন। কিন্তু মনসার চক্রান্তে সেই লোহার ঘরে একটি গোপন ছিদ্র করা হ'ল।

বেহুলা ও লক্ষীন্দর বাসররাত্রি যাপন করতে লোহার ঘরে উপস্থিত হ'ল। চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র পাহারা, বেহুলাও লক্ষীন্দরের জন্য সারারাত্রি জাগরণের মনস্থ করলেন। কিন্তু মনসার মায়ায় বেহুলা সমেত সকলে মোহিনী-নিদ্রায় মগ্ন হ'ল এবং সেই সুযোগে কাল- নাগিনী লক্ষীন্দরকে দংশন ক'রে চলে গেল।

সকালে উঠে বেহুলা দেখলেন, লক্ষীন্দর সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেছে। চাঁদ, সনকা সকলে শোকাভিভূত হ'য়ে পড়লেন! বেহুলা শুধু মনস্থির করলেন—তিনি তো কোনও অপরাধ করেন নি, কেন তবে এই অভিশাপ তিনি নীরবে সহ্য করবেন? স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এর উত্তর তিনি দাবী করবেন!

সকলের মত নিয়ে তিনি লক্ষীন্দরকে নিয়ে ভেলায় করে ভেসে চললেন। অনেক প্রলোভন, ভয়, দুঃখ, কষ্ট লঙ্ঘন ক'রে স্বর্গে উপস্থিত হলেন এবং দেবী নেতার সহায়তায় দেব-সভায় নৃত্যে দেবতাদের মুগ্ধ ক'রে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করলেন। দেবী পার্ব্বতী ও দেবাদিদেব

মহাদেবের আদেশে মনসা লক্ষীন্দরের ও চাঁদের অপর ছয় পুত্রেরও প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন; কিন্তু বেহুলা কথা দিয়ে এলেন যে চাঁদকে দিয়ে তিনি মনসার পূজা করাবে।

মর্ত্তো ফিরে এসে বেহুলা যখন চাঁদকে জানালেন, তখন চাঁদ স্বীকৃত হলেন না। স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূকে তিনি বিসর্জ্জন দিতে পারেন, কিন্তু মনসা পূজা জীবনে করবেন না।

সমস্ত অনুরোধ, ক্রন্দন ব্যর্থ হওয়ায় মনসা, বেহুলা, লক্ষীন্দর ও চাঁদের অপর ছয় পুত্র ও পুত্রবধূ নদীর জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এখন চাঁদ-সদাগর কি করবেন? তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূর চোখের জল, বাঁচবার আকুল প্রার্থনা কি চাঁদের অনমনীয়তার কাছে ব্যর্থ হবে? চাঁদ কি মনসা পূজা করবেন না? সনকা, বেহুলা, লক্ষীন্দর এবং অপর পুত্র ও পুত্রবধূগণ কি শেষ পর্য্যন্ত নদীর জলে জীবন বিসর্জ্জন দেবেন?

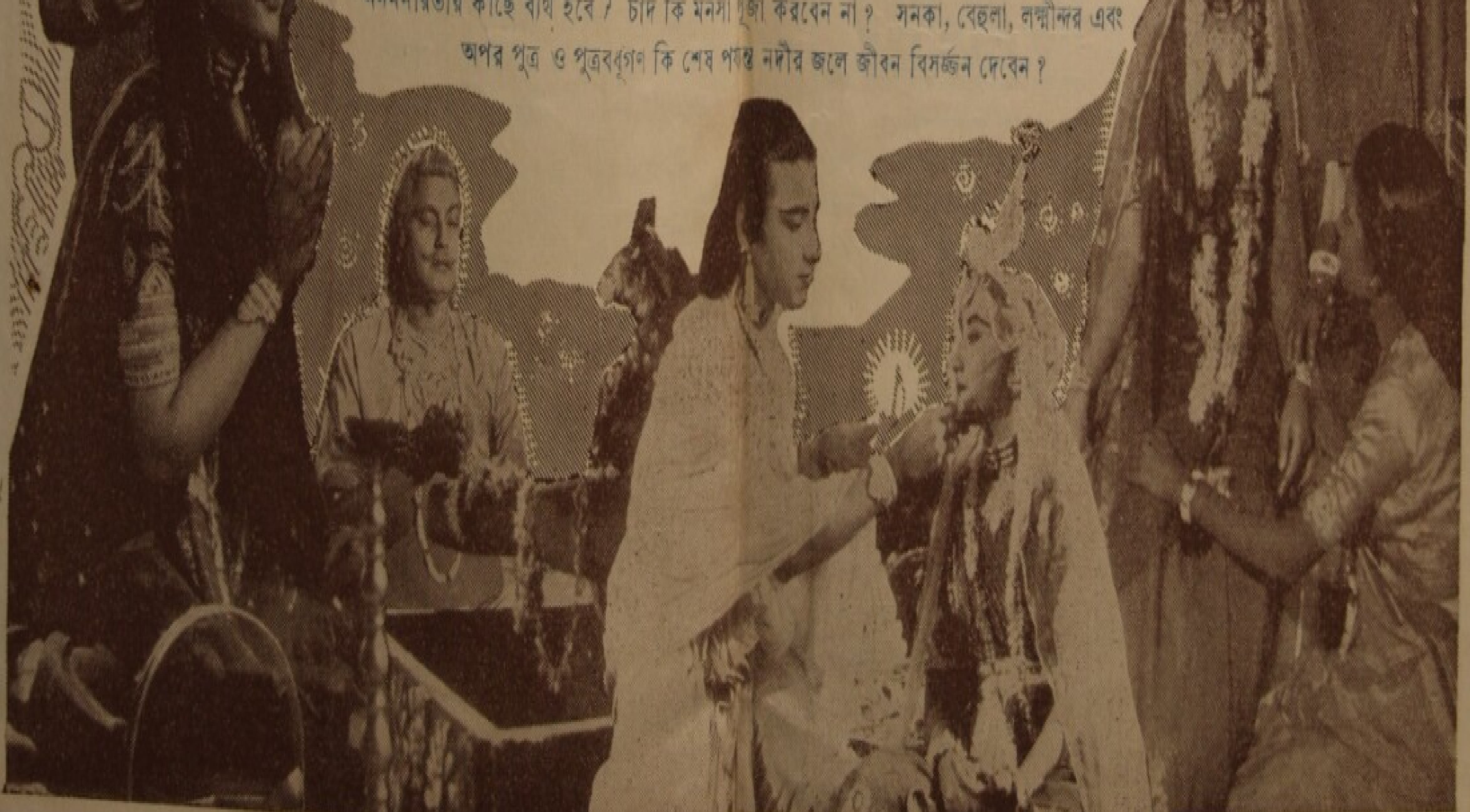

গান

(১)

প্রণমামি পদ্মাবতী,
আস্তিক-জননী সতী,
নাগেশ্বরী সুরসা-সাপিনী।
তুমি জগতের মাত',
তুমি ত্রিলোচন-সুতা,
তুমি দেবী মুক্তি-বিধায়িনী॥
কণক-মুকুট শিরে-
কিবা শোভা নাগ-হারে,
সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ ভুজঙ্গিনী।
চতুর্ভূজা ত্রিনয়না,
সুচারু গৌরবরণা,
পদ্মাসনা পতিতপাবনী।
তুমি কৃপা কর যারে,
সে-ই ধন্য ত্রিসংসারে,
তুমি মা যে সত্য সনাতনী॥

(২)

সকাল সাঁঝে নিত্য পূজায় তোমায় প্রণাম করি।
নমো নমো মা মনসা, নমো বিষহরি॥
শিব ঠাকুরের কন্যা তুমি পদ্মা দেবী নাম।
সর্ব্ব দুঃখ ঘুচাও মাগো পূরাও মনস্কাম।
সুমঙ্গলা ভক্তি দিয়ে মূর্ত্তি তোমার গড়ি॥
তোমার শিরে শোভে মণিভূষা অষ্টনাগের ফণা।
নমোস্তুতে পাতালরূপা দেবী সুলক্ষণা।
তোমার বরে সুখের ঝাঁপি আপনি ওঠে ভরি॥
তোমার দয়ায় পড়ুক মাগো দুঃখের মুখে ছাই।
যেন তোমার বরে মনের মতন পতিপুত্র পাই।
তোমার পায়ে মতি রেখ জন্ম জন্ম ধরি'॥

(৩)

ও মোর মলুয়া রে।
মোরে মলুয়া কিয় হাসিলা—
ও মোর মলুয়া রে।
রিহা রিহা করে তাই, হায় ও হরি—
রিহা আনি দিল মই, হায় ও হরি—
রিহার অঞ্চল ধরি হাসে
মোর মলুয়া রে।
কেরু কেরু করে তাই, হায় ও হরি—
কেরু আনি দিল মই, হায় ও হরি—
কেরুতে মোকে ওলোমায়
মোর মলুয়া রে।

(৪)

তুলসী তুলসী বৃন্দাবন।
তুমি তুলসী নারায়ণ॥
তুলসী তলায় দিলাম জল।
চাঁদের বংশ হোক্ উজল॥

(৫)

নহবতে বাঁশী বাজে ললিত বিভাসে।
প্রজাপতি এল বুঝি ফুলকলি পাশে॥
আজ বেহুলার অধিবাস, কাল বেহুলার বিয়ে,
কন্যারে স্নান করায় সবে তেল-হলুদ দিয়ে
সপ্তসখি মিলি' তারে সাজায় বধূর বেশে,
বিনোদ বেণী বিনায় আহা মেঘবরণ কেশে।
আনরে তোরা কনে-চন্দন, আলতাপাটি আন,
রূপের গাঙে এলো বুঝি কোটালেরই বাণ।
শঙ্খ বাজায় কুলনারী, করে উলুধ্বনি,
বর-কন্যা বরণ করে এয়োতি রমণী।
শুভদৃষ্টির পালা এলো চাও গো রাজার ঝি,
পরাণ বলে দেখি দেখি, নয়ন বলে ছিঃ।
সায় রাজা সালঙ্করা কন্যা করেন দান,
জন্ম জন্ম এমন সোনার জামাই যেন পান।
বিদায়ের পালা এল বিবাহের পরে,
দীপ যেন নিভে গেল উজানীনগরে।
যেন কৈলাশ ছাড়িয়া উমা পতিগৃহে যায়।
দুয়ারে মায়ের আঁখি ফিরে ফিরে চায়॥

(৬)

বিদায়, বিদায় মাগো দাও গো বিদায়।
আমি তো পতির সঙ্গে ভাসিনু ভেলায়॥
নয়ন মোছ মা-জননী বন্ধু সখীগণ।
বিদায়ের কালে যেন ঝরে না নয়ন॥
শোন শোন তরুলতা বনের পশুপাখী।
এ জনমের সাধ মোর রহিল যে বাকী॥
অনুমতি কর মাগো যাই ভেসে ভেসে।
মরণের কূল ছাড়ি' জীবনের দেশে॥
সাজাইয়া রেখো মাগো সুখেরই বাসর
আবার আসিবে ফিরে তোমার লখিন্দর॥

মুছিয়া ফেলিব মাগো নিয়তির লেখা।
তবু না মুছিব মোর সিন্দূরের রেখা॥
আমি যে সতীর কন্যা পতি মোর গতি।
বিদায়ের কালে মোরে বল আয়ুস্মতি॥
প্রণাম রহিল মোর তোমাদেরই পায়।
বিদায়, বিদায় মাগো দাওগো বিদায়॥

(৭)

বৈশাখ আসিল ল'য়ে খর-রবি-জ্বালা,
শুকাইল বেহুলার কুসুমের মালা।
শুকাইল কপালের চন্দন কুঙ্কুম,
জাগ' জাগ' পতিধন, যাও কত ঘুম॥

নামিল বরষা ল'য়ে নবধারা জল,
বেহুলার আঁখিজলে মুছিল কাজল।
উথাল পাতাল নদী ডুবিল ভেলা,
মরা পতি কোলে সতী জাগে একেলা॥
বরষা ফুরায়ে গেল, আসিল হেমন্ত,
এ মরণ বাসরের নাহি বুঝি অন্ত।
বেহুলার দু'নয়নে কুহেলিকা ছায়,
মরা পতি ছাড়া আর দেখিতে না পায়॥

কোয়েলার কুহুরবে এলো মধুমাস,
অভাগিনী বেহুলার না মিটিল আশ।
ফুটিল চম্পক আর মালতী বকুল,
জীবনের তরুশাখে ফুটিল না ফুল॥
মাস যায়, বর্ষ যায় স্রোতে ভেসে ভেসে।
মরণের কূল হ'তে জীবনের দেশে॥

(৮)

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতি হস্তং প্রসন্নং॥
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥

(৯)

নমস্তে বিষহরী সর্ব্বদুঃখনাশিনী
নমস্তে জগন্মাতা ভবভয়নাশিনী॥

নমস্তে পাতালরূপা পুষ্পবনবাসিনী।
নমস্তে অখিলরূপা রবিসুতাপিনী॥
নমো নমঃ ভগবতী হরগৌরীমোহিনী।
নমো নমঃ নাগরূপা নাগবংশরক্ষিনী॥
নমস্তে মনসা দেবী সর্ব্বশত্রুনাশিনী।
নমো নমঃ জগন্মাতা সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী॥

Ready for Booking

The Mighty Costume Spectacle

USHA KIRAN

with

Nimmi, Geeta Bali & Mozhar Khan

★

A Swashbucking Drama of Thrills and adventure

RAJMUKUT

with

Nimmi, Veena, Jairaj & Baby Tabasum

★

A Colourful Mythological

RAMJANMA

with

Nirupa Roy & Trilok Kapur

★

SARKAR

with

Veena, Ajit, Hiralal, Ushakiran

★

S. M. Yusuf's

BAHURANI

★

BHOLA SHANKAR

★

DIL KI BASTI, AAJ AUR KAL,
DEWAR, SHIVLEELA,
SRI KRISHNA SATYABHAMA,
VILLAGE GIRL, DASSI & PANNA
JALIANWALA BAAG KI JYOT

CONTACT

RAMNIKLAL CHUNILAL Co.

3, MADAN STREET, CALCUTTA-13.

পরিবেশক রামনিকলাল চুনীলাল এণ্ড কোং এর পক্ষ হইতে শ্রী বি, ঝা কর্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত। জুবিলী প্রেস, কলিকাতা— ১৩ হইতে মুদ্রিত।